দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮/১২/২০০০

তারিখ ... পৃঃ ১৬ কলাম ... ৫ ...

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা এক শ' ভাগ বাণিজ্যিক

বাড্ডা সংবাদদাতা

শিক্ষা ব্যবসা নয় অধিকার– স্লোগানের আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি। বাংলাদেশের শিক্ষা এখন পুরোদমে ব্যবসার উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাও এর বাইরে নয়। বিশেষ করে শহরের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বাণিজ্যিকীকরণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন জেলা শহরে শিশুশিক্ষার জন্য ভাল স্কুল বলে স্বীকৃত স্কুলের আসনসংখ্যা স্বল্পতা এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পড়ালেখার মান সন্তোষজনক নয় বলে অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়ানোর প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রতিযোগিতার প্রয়োজন মিটাতেই শহরভিত্তিক শিশুশিক্ষায় জন্ম নেয় কিন্ডারগার্টেন স্কুল। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং কিছু কিছু স্কুল ব্যবসায়িক সফলতা পাওয়ায় রাতারাতি গড়ে উঠে কিন্ডারগার্টে স্কুল। এখন ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে এমনকি জেলা শহরগুলোতেও ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে কিন্ডারগার্টেন। মান যাই থাকুক না কেন আমাদের শিশুশিক্ষায় কিন্ডারগার্টেন এখন অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাণিজ্যিক এসব শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি শিখছে শিশুরা?

ঢাকা শহরের কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সরেজমিন পরিদর্শনকালে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এক শ' ভাগ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বেশিরভাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুল। অধিকাংশ স্কুলেই সরকারী ও শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রকাশিত বইয়ের বাইরেও অতি নিম্নমানের একাধিক বই পড়ানো হয়। কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বই পড়ে দেখা যায়, বিদেশী বইয়ের অনুকরণে ছাপানো এসব বইয়ে অসংখ্য ভুল। এ ব্যাপারে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বই যে মানেরই থাকুক না কেন একাধিক বই তালিকাভুক্ত করার পিছনে অন্য কারণ কাজ করে। প্রকাশনীগুলোর বই স্কুলের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন আয় করে মোটা অঙ্কের কমিশন।

> **অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের মান অতি নিম্নমানের। শিশুশিক্ষার ওপর এদের থাকে না কোন ট্রেনিং**

অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের মান অতি নিম্নমানের। শিশুশিক্ষার ওপর এদের থাকে না কোন ট্রেনিং। নামমাত্র বেতনে স্কুলগুলো এদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কতজন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে সে শর্তেও নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষকদের। পরে বাসায় প্রাইভেট পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষকরা তুলে নেয় তাদের পারিশ্রমিক। অভিভাবকদের অভিযোগ–ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসব স্কুলে ভর্তি করা হলেও পরে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি তেমন খেয়াল নেয়া হয় না। স্কুলে অভিযোগ করলে তাদের স্কুলের শিক্ষকদের কাছে বাসায় প্রাইভেট পড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। স্কুল থেকেই ঠিক করে দেয়া হয় কে কাকে পড়াবেন। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ে পাস করা মুশকিল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যোগাযোগ করা হলে তারা এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, স্নাতক পাস করে মাত্র পাঁচ শ' টাকা বেতনে কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা করছেন তিনি। তাঁর মূল আয় করতে হয় বাসায় প্রাইভেট পড়িয়ে।